হরিণাকুণ্ডুতে ঈগল সমর্থকের পা ভাঙ্গলেন নৌকা সমর্থকরা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর উপজেলার কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের চারাতলা বাজারে পাাশে নৌকার সমর্থকরা দুলালের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক হাফিজুর রহমান টুকুর পা ভেঙ্গে দিলো।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ডিসেম্বর) সকালে কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের চারাতলা বাজারের পাশে কাকল বিলে নিজের পুকুরে যাওয়ার পথে তার উপরে এ হামলা করে। হাফিজুর রহমান টুকু একই ইউনিয়নের ৫নংওয়ার্ডের পায়রাডাঙ্গা গ্রামের মোস্তফা মন্ডলের ছেলে।

আহত হাফিজুর রহমান টুকুর বড় ভাই টিপু সুলতান জানান, আমার ভাই সকাল ১০টার দিকে কাকল বিলে নিজের পুকুরে কাজ করতে যাচ্ছিল। এসময় পুকুরে পৌছানোর আগ মুহুর্তে পূর্ব শত্রুতার জেরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থন করায় চেয়ারম্যান শরাফতদ্দৌল্লা ঝন্টুর আশ্রিত সন্ত্রাসী বাহিনী দুলালের নেতৃত্বে আরো কয়েকজন ব্যক্তি টুকুর উপর হামলা করে। এসময় তারা আমার ভাইকে প্রথমে হাতুরি দিয়ে পা ভেঙ্গে দেয়। পরে ডেগার গিয়ে কুপিয়ে জখম করে রেখে যায়। আমরা খবর পেয়ে উদ্ধার করে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করি।

আহত হাফিজুর রহমান টুকু জানান, আমি কাকল বিলে নিজের পুকুরে যাচ্ছিলাম এসময় পুকুরের কাছাকাছি পৌছালে ঝন্টুর চেয়ারম্যানের অনুসারী দুলালসহ আরো কয়েকজন সন্ত্রাসী আমার উপরে হামলা করে। আমি একা থাকাই কয়েকজন মিলে আমাকে হাতুড়ি দিয়ে পায়ে আঘাত করে। পরে ছুরি ও রাম দা দিয়ে কোপাতে থাকে। রামদা দিয়ে কোপাতে গেলে আমি বাছার জন্য পা দিয়ে লাথি মারলে রামদা পড়ে যায় আমিও অল্পের জন্য বেঁচে যায়। এরপর আমাকে ওরা এলোপাতারি মারতে থাকে। শরাফতদৌলা ঝন্টু চেয়ারম্যান কে ফোনে পাওয়া যায়নি।

হরিণাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান হামলার ঘটনাটি শুনেছেন। থানায় অভিযোগ ভিত্তিতে কারা কারা জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর-২ আসনের স্বতনন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের সংবাদ সম্মেলন

প্রতিপক্ষ নৌকার প্রার্থী আমার কর্মিকে নানাভাবে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। তারা নিজেরাই অফিস ভেঙ্গে আমার কর্মিদের দোষ দিচ্ছে। আমার নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তারা বিভিন্ন গ্রামের ট্রাকের কর্মী সমর্থকদের হুমকি ধামকি দিচ্ছে। এই বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি বীর মুক্তিযুদ্ধা মো: মকবুল হোসেন আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন।

আজ বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেন তার নিজ বাড়িতে এই সাংবাদ সম্মেলন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ছড়াকার ইয়াসিন রেজা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহ, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুজ্জামান মঙ্গল, ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আজগর, কাথুলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক শফি কামাল পলাশ, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী, জেলা ছাত্র লীগের সাবকে সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু। এসময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ছাত্র লীগের সাবকে সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু বক্তব্যে বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধার মোকবুল হোসেন গাংনীর আওয়ামীলীগ রাজনীতিতে একজন পরিক্ষিত নেতা। মানুষ তাকে এমনিতেই সারা জীবন মনে রেখেছেন। রাজনীতির প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মকবুল হোসেনের

জনপ্রিয়তার কোন ঘাটতি পড়েনি। এবারও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ট্রাক মার্কা প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করছেন। এবারও তার জনপ্রিয়তা দেখে অনেকেরই গায়ে জ্বালা ধরেছে। মানুষকে হুমকি ধামকি দিয়ে ভোট পাওয়া যায়না। ভাল বেসে ভোট নিতে হয়। আমরা কোন ফ্যাসাদ চইনা। ভেঅটের মাধ্যমে জনগনের মতামতের ভিত্তিতে মকবুল হোসনেকে এমপি করে গাংনীর উন্নয়ন করতে চাই।

স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন আরও বলেন, আমি কাউকে চাপ সৃষ্টি করে ভোট নিতে চাইনা। সহিংসতা, চাপ সৃষ্টি সহ নানা ধরনের অপ্রিতিকর ঘটনার মাধ্যমে ভোট চাইবো না। মানুষের ভালবাসা নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হতে চাই।

তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে মোট ১২ বার নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। ২ বার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোট করে এমপি নির্বাচিত হয়েছি। এমপি নির্বাচিত হয়ে কারোর প্রতি রাগের বশিভুত হয়ে হিংসাত্বক কোনো কিছু করিনি। তাই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জনগণের বিপুল সমর্থনে আমি এমপি নির্বাচিত হতে চাই। ভোট মানুষের ভালবাসার জিনিস। মানুষ ভালোবেসে আমাকে ভোট দেবে। জনগণ এবারও তাদের পকেটের পয়সা খরচ করে আমাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, ছাত্র লীগের রাজনীতি দিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। জীবনকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে বিলিয়ে দিয়েছি।

আশা করছি, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপুর্ণ ভাবে সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন হবে। প্রধান মন্ত্রীও শান্তিপূর্ণ অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন চাচ্ছেন।

ঊস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য সাংবাদিকদেরও অনুরোধ করেন তিনি।

নির্বাচনে সরকারিভাবে দায়িত্ব পালনকারীদেরও সঠিক ও নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করারও অনুরোধ জানান তিনি।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ট্রাক প্রতীকের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মুজিবনগর উপজেলায় ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াত বিএনপির রেখে যাওয়া

শূন্য থেকে শুরুর হিসেব ইশতেহারে

২০০৬ সালে বিএনপি-জামাত জোট যেসব খাতে কোনো অবদান না রেখে ছেড়ে গিয়েছিলো সেখান থেকে উঠে দাঁড়ানোর হিসেব আছে ইশতেহারে। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দলের ইশতেহার ঘোষণা করার সময় এসব খাতের উল্লেখ করা হয়।

২০০৬ সালে একটি জেলাও ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ছিলো না।২০২৩ সালে এসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩২ টি জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলা ঘোষণা করতে পারছে। নভেম্বর পর্যন্ত ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত উপজেলা সংখ্যা ৩৯৪টি।

ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৮ হাজার ৯৭২টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ পেয়েছে ২ হাজার ৬০০টি ইউনিয়ন। ১৯৯৬ সালে এ সংখ্যা ছিলো শূ। দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোন ব্র্যান্ডের সংখ্যা ১৫টি, হাইটেক পার্ক, সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ১০৯টি। এসবের কিছুই ছিলো না ১৯৯৬ সালে।

২০২৩ সালে এসে ফ্যামিলি কার্ড ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগী (টিসিবি কর্তৃক প্রদত্ত) প্রায় ৫ কোটি মানুষ। মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৮৪ লক্ষ জন। এই খাতেও শূণ্য অবদান রেখে গেছে বিএনপি জামায়াত জোট।

একইভাবে কৃষকদের প্রদানকৃত কৃষি কার্ডের সংখ্যা ২ কোটি ৬২ লক্ষ কৃষক, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ৫১ লক্ষ, বর্গা চাষীদের জন্য কৃষিঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ২৮ লক্ষ বর্গা চাষী। এবং সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সুবিধাভোগী ৮ কোটি ৫০ লক্ষ জন।

ইশতেহারে বলা হয়, কীভাবে এই ১২টি খাতে প্রথম অবদান রেখেছে আওয়ামীলীগ এবং শূণ্য থেকে কোথায় পৌঁছানো গেছে। সেখানে এও উল্লেখ করা হয়, যুদ্ধবিধান্ত, ক্ষুধা-দারিদ্র্যে জর্জরিত একটি দেশের শাসনভার নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি হাতে সময় পেয়েছিলেন মাত্র ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল

৯১ মার্কিন ডলার। জাতির পিতা মাত্র ৩ বছরে ১৯৭৫ সালে তা ২৭৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেন

। প্রবৃদ্ধি ৯ ভাগ অর্জন করেন। এই স্বল্প সময়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তুলে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের নির্মম বুলেটে জাতির পিতা নির্মমভাবে নিহত হন। সেই সঙ্গে ঘাতকেরা কেড়ে নেয় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার সব সম্ভাবনাকে, মহান স্বাধীনতার চেতনা ও আদর্শকে।

শোকজের উত্তরে দিলেন প্রফেসর মান্নান আব্দুল মান্নান ও ডা. অলোক কুমার দাস

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনে ইসির শোকজের উত্তর দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মান্নান এবং ডা. অলোক কুমার দাস।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার অভিযোগের ভিত্তিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ২৪ ডিসেম্বর এই দুজনকে শোকজ করেছিল জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ বুধবার ২৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০ টায় ডা. অলোক স্বশরিরে এবং দুপুর ১২ টায় আব্দুল মান্নান তার আইনজীবীর মাধ্যমে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে লিখিত বক্তব্যে শোকজের উত্তর দেন।

সকাল সাড়ে দশটায় ডা. অলোক মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামরায় উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এবং দুপুর বারোটার সময় প্রফেসর আব্দুল মান্নানের আইনজীবী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলী শোকজের উত্তরে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ডা. আলোক

কল রেকর্ডের সত্যতা প্রমাণে একজন সাক্ষী হাজির করেছিলেন। এছাড়া তিনি বলেছেন তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেননি। এমনকি কোন রাজনৈতিক প্রচারণাও করেননি। কোন নেতার জন্য ভোট চাননি। চিকিৎসা পেশায় সংযুক্ত থাকার কারণে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেনের এবং তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি চিকিৎসা করেন। সেই সূত্রে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনে তার যাতায়াত।

অপরদিকে আইনজীবীর মাধ্যমে প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেছেন, ‘ডা. অলোকের সাথে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সেই সূত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই তাকে কল দিয়েছিলাম। কিন্তু কারো অজান্তে কল রেকর্ড করে সেটা প্রকাশ করা অপরাধ। ডাক্তার অলোক সরকারি চাকরিজী অমান্য করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অন্যায় ভাবে জড়িত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে নির্বাচনী প্রচারণা করতে যেয়ে আমাকে ভারতের দালাল বলেছেন। এজন্যই কথা প্রসঙ্গে ভারতের কথাটা এসেছিল। নির্বাচনী আচরণ বিদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। তবে যদি ভুলবশত কোন কারনে আমার নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমি নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা প্রার্থী।

উল্লেখ্য সম্প্রতি ডা. অলোক ও প্রফেসর মান্নানের কথোপকথনের একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হলে বিষয়টি দৈনিক কালবেলা সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে আসে।

ঝিনাইদহে নৌকা ও স্বতন্ত্র সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ আহত ৪

ঝিনাইদহে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন উভয়পক্ষের অন্তত ৪ জন। তাদের মধ্যে আশিক হোসেন ও বকুল মোল্লাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় সাবেক ও বর্তমান চেয়ারম্যানসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সদরের সুরাট বাজরে এ

ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর রাতে উভয়পক্ষ থেকে মামলা হয়। মামলায় কতজনকে আসামি করা হয়েছে তা জানা যায়নি। জানা যায়নি আহতদের বিস্তারিত ঠিকানা।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে সদর উপজেলার সুরাট বাজারে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা অবস্থান নেন। তখন পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। পরে সন্ধ্যায় উভয়পক্ষের সমর্থকরা একই স্থানে ধাওয়া- পাল্টা ধাওয়াই লিপ্ত হন। এতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৪ জন আহত হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষে মামলা হয়েছে। মামলার পর সুরাট ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান কবির হোসেন ও ছাবু জোয়ারদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কুষ্টিয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে বিজয়ী করার ঘোষণা উপজেলা আ’ লীগের নেতাদের

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৪ দলীয় জোট প্রার্থী ও জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে সমর্থন না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।

তাঁরা ইনুর নৌকা প্রতীকের বদলে আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিনকে (ট্রাক প্রতীক) সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দেন।

মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলা নিয়ে গঠিত কুষ্টিয়া-২ আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি সদ্য উপজেলা পরিষদের পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান। তিনি দেশসেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত

থেকেও পদক লাভ করেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ১১টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং পৌরসভার কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এ সময় জাসদের কর্মী-সমর্থক ও হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। তাই তাঁরা একাট্টা হয়ে মাঠে সরব থাকবেন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল হালিম বলেন, ১৫ বছর ১৪ দলের প্রার্থী হিসেবে এখানে হাসানুল হক ছিলেন। তবে আসন্ন নির্বাচনে কামারুল আরেফিন ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আছেন। তাঁরা দলের সবাইকে নিয়ে কামারুলকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় মিরপুর উপজেলার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ফোরামের সভাপতি, মালিহাদ ইউপির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আকরাম হোসেন বলেন, বর্তমানে তাঁদের যে সংসদ সদস্য আছেন, তিনি কোনো যোগাযোগ রাখেন না। আওয়ামী লীগের কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। ১৫ বছরে কোনো উন্নয়ন হয়নি এ এলাকায়। তাই মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ কামারুল আরেফিনকে জেতাতে বদ্ধপরিকর।

আকরাম হোসেন আরও বলেন,‘আমাদের মিরপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ফোরামের ১৩ চেয়ারম্যানের মধ্যে ১১ চেয়ারম্যান এখানে আছি। আমরা ১১ চেয়ারম্যান মিলে কামারুল আরেফিনকে জয়যুক্ত করেই ঘরে ফিরব ইনশাআল্লাহ।’

গাংনীতে নৌকার অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর-২ আসনের গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থীর

সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে নির্বাচনী ক্যাম্পের পোস্টার ও প্রতীক ছিড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি।

ধানখোলা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল হাকিমের অভিযোগ, তার বাড়ির পাশে নৌকার একটি প্রচারণা ক্যাম্পে সোমবার রাতে হামলা চালায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাক প্রতীকের কর্ম সমর্থকরা। বাঁশ ও কাগজ দিয়ে তৈরী একটি বড় নৌকা ভেঙ্গে দেয় হামলাকারীরা। নৌকার পক্ষে না থাকার জন্য হাকিমকে হুমকি দিয়ে চলে যায় তারা।

নির্বাচনী অফিসে হামলা খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল গিয়ে হামলার প্রতিবাদ জানান গাংনী উপজেলার নৌকার কর্মী সমর্থকরা। ভাঙচুরের এ ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন বলেন, আমরা নৌকার পক্ষে কাজ করলেও কোথাও অতিরিঞ্চিত ও উত্তেজনাকর কথা না বলা জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছি। আমরা ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ঘটনায় আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করছি।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সবাইকে আইন মানতে হবে। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে আচরণবিধিমালা মানতে হবে। উভয় পক্ষের লোকজনকে শান্ত থাকতে বলা হয়েছে। হামলার অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়াকে মাদকমুক্ত ও স্মার্ট শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই –হানিফ

কুষ্টিয়াকে মাদকমুক্ত ও স্মার্ট শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই- বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর

আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

তিনি বলেন, উন্নয়ন ও শান্তির কুষ্টিয়া গড়া আমার লক্ষ্য ছিল। একসময় কুষ্টিয়া সন্ত্রাসী জনপদ এলাকা ছিল। আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করেছি। তিনি বলেন, কুষ্টিয়াকে সকল দিক থেকে উন্নত ও আধুনিক জেলা হিসেবে গড়ে তুলবো এবং মাদকমুক্ত ও স্মার্ট শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

গতকাল সোমবার বিকালে মিলপাড়া রেলগেট প্রাঙ্গনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশের চলমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে হানিফ আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের নৌকার বিকল্প নেই। তাই দল-মত নির্বিশেষে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জাতীয় শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাহী সদস্য মোঃ আমজাদ আলী খান।

জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক মেহেদী হাসান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মমিনুর রহমান মমিজ, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক খন্দকার ইকবাল মাহমুদ, মহিলা সম্পাদিকা এ্যাড. শিলা বসু, নির্বাহী সদস্য হাবিবুল হক পুলক, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক, শহর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর আনিসুর রহমান আনছু, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর রিনা নাসরীন প্রমুখ।

আচরণবিধি লঙ্ঘনে শোকজের জবাব দিলেন হানিফ-আতা

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করে কুষ্টিয়া-৩ আসনের নৌকার প্রার্থী মাহবুব-উল আলম হানিফ ও তার ভাই নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে নোটিশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাহবুব-উল আলম হানিফ তার প্রতিনিধি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) অনুপ কুমার নন্দীর মাধ্যমে লিখিত জবাব দিয়েছেন বলে জানান আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. মনিরুল ইসলাম।

তিনি আরও জানান, হানিফের ভাই আতাউর রহমান আতা সশরীরে হাজির হয়ে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন।

এর আগে রোববার বিকালে ওই আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির প্রধান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মুহাম্মদ মাযহারুল ইসলামের স্বাক্ষরে দুই ভাইকে নোটিশ পাঠানো হয়।

সেখানে ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় অনুসন্ধান কমিটি প্রধানের কার্যালয়ে হাজির হয়ে এ দুজনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল।

মাহবুব-উল আলম হানিফ এবার কুষ্টিয়া-৩ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী। এ ছাড়া তিনি দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তার চাচাতো ভাই আতাউর রহমান আতা কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

আলাদাভাবে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আনা অভিন্ন অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছিল, কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের আয়োজনে সাতদিনের প্রশিক্ষণের শেষ দিনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের নির্বাচনি জনসভা করার জন্য বাধ্য করার অভিযোগ পাওয়া গেছে দুজনের বিরুদ্ধে। যা জাতীয় সংসদ নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১৪ এর লঙ্ঘন।

এ বিষয়ে মাহবুব-উল আলম হানিফের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী

অনুপ কুমার নন্দী মোবাইল ফোনে বলেন, “আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে করা নোটিশের জবাব দিয়েছি অনুসন্ধান কমিটির কাছে এবং বিষয়টি নিষ্পত্তিও হয়ে গেছে।”